সাংগঠনিক পক্ষ উদযাপন ২০১৭

সংগঠন উপ-পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

অক্টোবর ২০১৭ সাংগঠনিক পক্ষ পালনকালে আহ্বান:

"সকল শ্রেণি পেশার নারীদের যুক্ত করি, অন্তর্ভূক্তিমূলক সংগঠন গড়ে তুলি"

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সংগঠনের শক্তি সংহতকরণের লক্ষ্যে আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর ২০১৭ সাংগঠনিক পক্ষ পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই সাংগঠনিক পক্ষে একযোগে কেন্দ্র এবং ৬৩ টি জেলা শাখায় ও ২৩০০ তৃণমূল শাখায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করা হবে। এবারের সাংগঠনিক পক্ষের মূল ফোকাস হচ্ছে সংগঠনে সকল শ্রেণী পেশার নারীদের সম্পৃক্তকরণ।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কর্মসূচীর পরিকল্পনাঃ

(কেন্দ্র এবং বিভাগীয় সংগঠকদের সমন্বয়ে)

১. কেন্দ্রীয় কমিটি ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সদস্যপদ নবায়ন।

২. কেন্দ্রীয় সংগঠন উপ-পরিষদ প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ।

৩. সাংগঠনিক পক্ষের সংগঠন উপ-পরিষদের নিয়মিত কর্মসূচী (সফর, প্রশিক্ষণ, জেলা সম্মেলন, উদ্বুদ্ধকরণ সভা) জেলা শাখার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।

৪. বিভিন্ন শ্রেণি / পেশার তরুণীদের নিয়ে তরুণী সমাবেশ করা ।

৫. ক. কর্মজীবী পেশাজীবী নিয়ে সভা করতে হবে।

৬. সাংগঠনিক পক্ষ উপলক্ষে সদস্য সংগ্রহসহ নানা স্লোগান দিয়ে পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া ।

৭. সাংগঠনিক পক্ষে কেন্দ্র, জেলা ও তৃণমূলের সংবাদ (ফটোসহ) দিয়ে বুলেটিন প্রকাশ।

৮. দেশব্যাপী পালিত পক্ষব্যাপী কর্মসূচীর সমন্বিত রিপোর্ট উপস্থাপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী।

৯. কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক পক্ষ পালন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য উপ-পরিষদের সাথে সমন্বয় রেখে কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

জেলা শাখার জন্যঃ

১. সব জেলায় জরুরীভাবে কমিটির সভা ডেকে কেন্দ্রীয় সার্কুলারে উল্লেখিত কর্মসূচীর সাথে সমন্বয় রেখে সাংগঠনিক পক্ষের জেলার কর্মসূচী চুড়ান্ত করতে হবে।

২. **১৫ অক্টোবর** সকল জেলা শাখায় ব্যানার টানিয়ে দৃশ্যমানভাবে উপজেলা, ইউনিয়ন, পাড়া, গ্রাম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের উদ্বোধন করতে হবে। পাশাপাশি নবায়নের কাজও করতে হবে। (২০১৬ ও ২০১৭ সালে যারা সদস্য হয়েছেন তাদের নবায়নের প্রয়োজন নেই। তবে সে তালিকা না পাঠানো হয়ে থাকলে দ্রুত পাঠাতে হবে) এর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে। কর্মসূচী প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমের সহায়তা নিতে হবে।

৩. স্থানীয় গণমাধ্যমে সংগঠন বিষয়ে লেখা ও তা প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. সংগঠনের জেলা ও তৃণমূল শাখায় কর্মীসভা করা। কর্মীসভার আলোচ্য সূচি থাকবে:

ক. ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

খ. সংগঠন সংহতকরনে: ১. সংগঠকের ভূমিকা, ২. তরুন সংগঠকদের ভূমিকা।

৫. জেলা শাখায় বিভিন্ন শ্রেণির তরুণীদের নিয়ে সভা সমাবেশ করতে হবে।

৬. জেলার প্রতিটি নিম্নতর শাখা সমূহে কার্যকরী কমিটির সভা করতে হবে এবং ঐ সভায় জেলা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত থেকে সাংগঠনিক পক্ষের কার্যক্রম বুঝিয়ে দায়িত্ব ভাগ করে দেবেন। এক্ষেত্রে জেলা কমিটির সদস্যদের মধ্যেও দায়িত্ব ভাগ করতে হবে। একইভাবে জেলার কর্মসূচী পালনেও দায়িত্ব ভাগ করতে হবে।

৭. নিম্নতর শাখায় কার্যকরী কমিটি ছাড়াও নিম্নতর সকল পর্যায়ের কার্যকরী কমিটিকে কর্মীসভা করতে হবে। নিম্নোক্ত বিষয় আলোচ্যসূচীতে রাখতে হবে:

ক. ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

খ. সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগঠনের বক্তব্য তুলে ধরতে হবে।

৮. জেলা শাখায় সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যে সব জেলা শাখায় ইতিমধ্যে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেসব জেলা শাখার ২ টি তৃণমূল কমিটিতে কমপক্ষে ২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী করতে হবে।

৯. নিম্নতর সকল পর্যায়ের শাখায় জেলা কমিটি থেকে দায়িত্ব ভাগ করে সফর করতে হবে।

১০. তৃণমূল শাখায় উঠান বৈঠক/বাড়ি বাড়ি ও স্কুল, কলেজে গিয়ে নারীদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

১১. কর্মজীবী কৃষিজীবী শ্রমজীবী গৃহিনী বিভিন্ন পেশার নারীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের কর্মসূচি নিতে হবে। তাদের সদস্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। একাজে এক একটি ক্ষেত্রে এক একটি গ্রুপকে দায়িত্ব দিতে হবে অর্থাৎ সকলের অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন সংগঠনকে শক্তি দেবে।

১২. বাংলাদেশের নারী আন্দোলন, নারীর সামনে বর্তমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা।

১৩. ক. জেলা শাখাসমূহে জেলার (১) আদিবাসী/দলিত (২) তরুণীদের নিয়ে কমপক্ষে ১ টি করে মতবিনিময় সভা। সভায় সুপারিশসমূহ অবশ্যই সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ সকল সভায় জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পাড়া, গ্রাম সকল পর্যায়ের সংগঠককে যুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

খ. উপস্থিত নারীদের সকলের নাম ঠিকানা, বয়স, পেশা ও ফোন নম্বর, ই-মেইল নম্বর, সদস্য সংগ্রহের মুড়ি বই চাঁদাসহ কেন্দ্রীয় সংগঠন উপ-পরিষদে প্রেরণ করতে হবে।

১৪. ক. এ পক্ষে জেলা শাখাগুলো নিজস্ব উদ্যোগে অবশ্যই সৃজনশীলসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

খ. তরুণীদের নিয়ে বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবে।

১৫. সাংগঠনিক পক্ষের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে যে সব সম্ভাবনাময় কর্মী ও সংগঠক দৃশ্যমান হবে তাদের তালিকা ঠিকানা ফোন নম্বরসহ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

১৬. **৩০ অক্টোবর** দৃশ্যমান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংগঠনিক পক্ষের সমাপনী সম্পন্ন করতে হবে।

১৭. সাংগঠনিক পক্ষ পালনের সংবাদ স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশনা নিশ্চিত করতে হবে সংগঠকদের।

১৮. সাংগঠনিক পক্ষের সকল জেলা শাখার কার্যক্রমের রিপোর্ট **৩০ অক্টোবর** জেলা শাখার সমাপনীতে গত বছরের সাথে এ বছরের পালিত তুলনামূলক চিত্র দিয়ে অর্জন, চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরতে হবে এবং পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে কেন্দ্রে তার কপি ই-মেইলে / পত্রের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। রিপোর্টে সাংগঠনিক পক্ষের সকল কর্মসূচীর বিবরণ ও ছবি থাকবে।

১৯. জেলার কর্মসূচীর বিষয়গুলো কেন্দ্রকে জানানোর পাশাপাশি বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠকদের জানাতে হবে।

২০. বিভাগীয় সংগঠকরা তাদের এপক্ষে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা সম্বলিত রিপোর্ট কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন।

আন্তরিক ধন্যবাদসহ

রাখী দাশ পুরকায়স্থ
যুগ্ম সাধারণ সম্পদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

উম্মে সালমা বেগম
সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ